ASTRO ARPITA NATH

কুণ্ডলী মিলানে নাড়ী দোষ: এটি কেন ৮ পয়েন্ট পায় এবং কখন এটি বাতিল হয়

Arpita Nath দ্বারা · যোগ, দোষ ও মিলন · 2026-09-20

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), বিবাহ মিলনের (কুণ্ডলী মিলন) জন্য ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় ৩৬-পয়েন্টের অষ্টকূট পদ্ধতির মধ্যে নাড়ী কূট হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহনকারী উপাদান। মোট স্কোরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ—অর্থাৎ পুরো ৮ পয়েন্ট বহন করে নাড়ী দম্পতির গভীর শারীরবৃত্তীয় সামঞ্জস্য, জিনগত সামঞ্জস্য, কোষীয় প্রাণশক্তি এবং সুস্থ সন্তানের জন্য শক্তির ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করে।

যখন উভয় সঙ্গী একই নাড়ী বিভাগের অধীনে পড়ে, তখন এই কূটের সামঞ্জস্য স্কোর ৮-এর মধ্যে ০-তে নেমে আসে, যার ফলে শাস্ত্রীয় ত্রুটি দেখা দেয় যা নাড়ী দোষ নামে পরিচিত।

১. তিনটি নাড়ী এবং ২৭টি নক্ষত্র

তিনটি নাড়ী আয়ুর্বেদের ত্রি-দোষ ব্যবস্থার (বাত, পিত্ত এবং কফ) প্রতিফলন ঘটায়, যা স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের মধ্য দিয়ে জৈবিক ও প্রাণিক শক্তির প্রবাহকে নির্দেশ করে।

আপনার নাড়ী সম্পূর্ণরূপে আপনার জন্ম নক্ষত্র (চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র) দ্বারা নির্ধারিত হয়:

আদি নাড়ী (প্রারম্ভিক / বাত শক্তি — বায়ু ও আকাশ)
• **প্রকৃতি**: গতিশীল, স্নায়বিক, দ্রুতগামী, মানসিক এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।
• **নক্ষত্রসমূহ**: অশ্বিনী, আর্দ্রা, পুনর্বসু, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদ।

মধ্য নাড়ী (মধ্যবর্তী / পিত্ত শক্তি — অগ্নি)
• **প্রকৃতি**: অগ্নিময়, বিপাকীয়, পরিবর্তনশীল, সিদ্ধান্তমূলক এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
• **নক্ষত্রসমূহ**: ভরণী, মৃগশিরা, পুষ্যা, পূর্ব ফাল্গুনী, চিত্রা, অনুরাধা, পূর্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, উত্তর ভাদ্রপদ।

অন্ত্য নাড়ী (চূড়ান্ত / কফ শক্তি — পৃথিবী ও জল)
• **প্রকৃতি**: স্থিরতাপ্রদানকারী, মসৃণকারী, সংহতিপূর্ণ, স্থিতিশীল এবং আবেগপ্রবণ।
• **নক্ষত্রসমূহ**: কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, স্বাতী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, রেবতী।

২. নাড়ী দোষ কী এবং কেন এটিকে ভয় পাওয়া হয়?

আয়ুর্বেদিক এবং শক্তির দিক থেকে, দুটি অভিন্ন জৈবিক মেরুর মিলন সেই নির্দিষ্ট উপাদানটির অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটাতে পারে:

• **উভয় সঙ্গীর আদি নাড়ী** হলে বাত বৃদ্ধি পায় (স্নায়বিক অস্থিরতা, সংবেদনশীল ক্লান্তি, অনিয়মিত প্রবাহ)।

• **উভয় সঙ্গীর মধ্য নাড়ী** হলে পিত্ত বৃদ্ধি পায় (অতিরিক্ত তাপ, প্রদাহ, তীব্র সংঘাত, প্রজননগত জটিলতা)।

• **উভয় সঙ্গীর অন্ত্য নাড়ী** হলে কফ বৃদ্ধি পায় (স্থবিরতা, অলসতা, মানসিক ভারীভাব)।

চিরায়ত গ্রন্থগুলোতে সতর্ক করা হয়েছে যে প্রতিকারহীন নাড়ী দোষ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ পেতে পারে:

• গর্ভধারণে সমস্যা বা সন্তানের ক্ষেত্রে জিনগত জটিলতা

• যেকোনো সঙ্গীর দীর্ঘস্থায়ী জীবনীশক্তি বা স্বাস্থ্যগত ভারসাম্যহীনতা

• শক্তিগত অসঙ্গতির কারণে পারস্পরিক শারীরিক ক্লান্তিবোধ

৩. নাড়ী দোষের শাস্ত্রীয় খণ্ডন (নাড়ী দোষ ভঙ্গ)

মুহূর্ত চিন্তামণি, প্রশ্ন মার্গ এবং বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র সহ প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে নাড়ী দোষ চূড়ান্ত বা অপ্রতিরোধ্য নয়। বাস্তবে, নির্দিষ্ট কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ও গ্রহগত পরিস্থিতি এই ত্রুটিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট বা হ্রাস করে:

ক. একই রাশি, ভিন্ন নক্ষত্র
উভয় সঙ্গীর চন্দ্র যদি একই রাশিতে (এক রাশি) অবস্থান করে, কিন্তু তাদের চন্দ্র সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি নক্ষত্রে থাকে, তবে নাড়ী দোষ খণ্ডন হয়।
উদাহরণ: উভয়েরই বৃষ রাশি, কিন্তু একজনের নক্ষত্র কৃত্তিকা (২য়, ৩য় বা ৪র্থ পদ) এবং অন্যজনের রোহিণী।

খ. একই নক্ষত্র, ভিন্ন রাশি
উভয় সঙ্গীর নক্ষত্র যদি একই হয়, কিন্তু সেই নক্ষত্রটি দুটি রাশির মধ্যে বিস্তৃত থাকে এবং তাদের চন্দ্র ভিন্ন রাশিতে পড়ে, তবে এই দোষ খণ্ডন হয়।
উদাহরণ: উভয়েরই চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে রয়েছে, কিন্তু একজনের কৃত্তিকা মেষ রাশিতে (১ম পদ) এবং অন্যজনের কৃত্তিকা বৃষ রাশিতে (২য়, ৩য় বা ৪র্থ পদ)।

গ. একই নক্ষত্র, ভিন্ন পদ
উভয় সঙ্গীর চন্দ্র যদি হুবহু একই নক্ষত্রে থাকে, কিন্তু ভিন্ন পদে অবস্থান করে, তবে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুসারে দোষ ভঙ্গ হয় — যদি সেই নক্ষত্রটি কোনো সংবেদনশীল বা সংকটপূর্ণ নক্ষত্র (যেমন জ্যেষ্ঠা বা মূলা) না হয়।

ঘ. রাশি অধিপতিদের দৃঢ় মিত্রতা (গ্রহ মৈত্রী)
উভয় সঙ্গীর চন্দ্র রাশির অধিপতি গ্রহদ্বয় যদি পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র হয় (যেমন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল অথবা শুক্র ও শনি) কিংবা হুবহু একই গ্রহ হয়, তবে অভিন্ন নাড়ীর শারীরিক বা জৈবিক দ্বন্দ্ব মানসিক ও সামাজিক সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেকটাই প্রশমিত হয়।

ঙ. নাড়ী দোষ মুক্ত নক্ষত্রসমূহএকাধিক শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত নক্ষত্রগুলির অধিকারী জুটিদের ক্ষেত্রে নাড়ী দোষ কার্যকর হয় না:
• রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা, উত্তর ভাদ্রপদ এবং রেবতী।

4. নাড়ী দোষের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

যদি কোনো স্বাভাবিক খণ্ডন ছাড়াই নাড়ী দোষ উপস্থিত থাকে, তবে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে নিম্নলিখিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়:

• **মহামৃত্যুঞ্জয় জপ:** স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং দীর্ঘায়ু রক্ষার জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের দৈনিক পাঠ বা একটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক আচার।

• **স্বর্ণ / গো দান (গোদন বা স্বর্ণ দান):** জৈবিক কার্মিক ঋণ দূর করার জন্য শুভ দিনে একটি ছোট সোনার মুদ্রা বা পশু কল্যাণে সহায়তার ঐতিহ্যগত প্রতীকী দান।

• **গৌরী শঙ্কর রুদ্রাক্ষ:** দম্পতির সূক্ষ্ম প্রাণিক ক্ষেত্রগুলিকে একত্রিত করার জন্য একটি বিধিমতো প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা গৌরী শঙ্কর রুদ্রাক্ষ ধারণ করা।

• **চিকিৎসাগত / জেনেটিক পরীক্ষা (স্ক্রিনিং):** আধুনিক অনুশীলনে, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সতর্কতার সাথে বাস্তব স্বাস্থ্যকে সমন্বয়

করতে নাড়ী দোষ থাকা দম্পতিদের আধুনিক রক্ত এবং জেনেটিক পরীক্ষা (যেমন আরএইচ ফ্যাক্টরের সামঞ্জস্য এবং ক্যারিয়ার প্যানেল) করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।